সম্প্রীতি

আগস্ট,২০২১

"সামাজিক সংযোগ উন্নতিকরন প্রকল্প" এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বুলেটিন। কক্সবাজারের উখিয়া এবং টেকনাফের রাজাপালং, হোয়াইকং, হ্নিলা ইউনিয়ন এবং রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে 'সামাজিক সংযোগ' উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউএনএইচসিআর-এর সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা যুব ক্লাবঘর নির্মাণের জন্য জমি দান করেন

রোহিঙ্গা এবং স্থানীয়দের মধ্যে সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধিতে যুবক্লাবগুলো সেতু হিসেবে কাজ করবে

লম্বাবিল ক্রীড়া পরিষদ এর ক্লাবঘর নির্মাণের জায়গা পরিদর্শন । ছবি- তানজির

ইউএনএইচসিআর -এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সংযোগ এবং সম্প্রীতি বাড়াতে কাজ করছে। ২০১৯ এবং ২০২০ এর মতো, ২০২১ সালে কোস্ট বিশেষ করে রোহিঙ্গা এবং হোস্ট যুবকদের সাথে কাজ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সামাজিক সংযোগ প্রকল্পের এর লক্ষ্য হল প্রত্যাবাসন না হওয়ার আগ পর্যন্ত উভয় জনগোষ্ঠীর যুবকদের একসাথে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে যুক্ত করার মাধ্যমে উভয় জনগোষ্ঠীর যুবকদের মধ্যে একটি সামাজিক সংযোগ গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে কোস্ট তিনটি স্থানীয় ক্লাবকে ক্লাবঘর নির্মাণে সাহায্য করছে। সামাজিক সংযোগ কমিঠি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী এর সহায়তায় ক্লাবঘর নির্মাণের জন্য জমি নির্ধারণ করা হয়। তিনটি নির্ধারিত জায়গায় তিনটি ক্লাব নির্মাণ করা হবে। কুতোপালং -এ প্রত্যাশা ক্লাব, হোয়্যাইকং এ লাম্বাবিল খিরা পরিষদ,এবং হ্নিলায় দমদমিয়া যুব কল্যাণ সমিতি। কোস্ট আশা করছে ২০২১ সালের আগস্টে ক্লাবঘর নির্মাণের কাজ শুরু হবে। ক্লাবঘর নির্মাণ শেষ করার পর সেই ক্লাবগুলিতে প্রকল্পের বেশ কিছু কার্যক্রম আয়োজন করা হবে। রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় যুবকদের মধ্যে সভা, যুব দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ক্লাবে ইনডোর স্পোর্টস প্রতিযোগিতার মত বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হবে। লম্বাবিল খিরা পরিষদের উপদেষ্টা মইনুল ইসলাম বাবুল স্থানীয় যুবকদের জন্য এই ধরনের মহৎ উদ্যোগের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন এবং ইউএনএইচসিআর কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "উভয় জনগোষ্ঠীর যুবকদের সামাজিক কাজে নিযুক্ত করে রোহিঙ্গা এবং স্থানীয়দের মধ্যে শান্তিপুন সহাবস্থান এবং সামাজিক সংযোগ নিশ্চিত করার দারুণ সুযোগ রয়েছে"।

"আমরা একসাথে সবাই মিলে পরিবর্তন ঘটাতে পারি যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তন ঘটাতে চাই। একইভাবে, যদি আমরা রোহিঙ্গাদের সাথে প্রত্যাবাসন পর্যন্ত শান্তি পূর্ণভাবে থাকার গুরুত্বকে বুঝতে করি তাহলে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারি। তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সামাজিক সংযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে যুবকদের দায়িত্ব নিতে হবে"

-মো: ইলিয়াস

"একজন তরুণ নেতা এবং দমদমিয়া যুব কল্যাণ সমিতির সদস্য -মো: ইলিয়াস সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "তার মতো যুবকদের সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য এগিয়ে আসা এবং একসাথে কাজ করা উচিত। "আমরা একসাথে সবাই মিলে পরিবর্তন ঘটাতে পারি যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তন ঘটাতে চাই। একইভাবে, যদি আমরা রোহিঙ্গাদের সাথে প্রত্যাবাসন পর্যন্ত শান্তি পূর্ণভাবে থাকার গুরুত্বকে বিশ্বাস করি তাহলে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারি। তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সামাজিক সংযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে যুবকদের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে"

প্রয়োজনে আরো তথ্য ও যোগাযোগের জন্য

COAST Foundation

কোস্ট ফাউন্ডেশন কক্সবাজার কেন্দ্র, ফোন:০৩৪১-৬৩১৮৬, মোবাইল:০১৭১৩-৩২৮৮২৭

ইমেইল: Jahangir.coast@gmail.com, ওয়েবসাইড: www.coastbd.net